নামটি অবৈজ্ঞানিক। এই রোগের সঙ্গে লিভারের কোন সম্পর্ক নেই। রোগ বলতে বাচ্চাদের দুপাশের গালে সাদা সাদা দাগ। কিছুদিন পর পর এই দাগ মিলিয়ে গিয়ে আবার অন্য পাশে হয়। বাবা-মা ভয়ে অস্থির। বাচ্চার কি শ্বেতী হল? পাড়া প্রতিবেশী মতে বাচ্চার কৃমির জন্য এইরকম হয়েছে। অতএব কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু তাতেও কিছু হয় না।

তাহলে ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা বিরাট কিছু না। শ্বেতীও না, কুষ্ঠও নয়। রোগটির নাম পিটাইরিয়াসিস অ্যালবা। অ্যালবা মানে সাদা, পিটাইরিয়াসিস মানে খোসাযুক্ত। অর্থাৎ খোসাযুক্ত সাদা দাগ। অনেকটা ছুলির (পিটাইরিয়াসিস ভার্সিকালার) মত। কিন্তু ছুলি হয় এক ধরণের ছত্রাক সংক্রমণের জন্য, যা বর্ষাকাল বা ভিজে আবওয়াতে বাড়ে। কিন্তু এই রোগের সঙ্গে ছত্রাক সংক্রমণের কোন সম্পর্ক নেই। শ্বেতীর সঙ্গে এই রোগ গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই, কারণ শ্বেতীতে খোসা থাকে না।

রোগটা কেন হয়? সত্যি কথা বলতে এই রোগের সঠিক কোন কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না-তবে অনেকে একে একজিমার অর্ন্তভূক্ত করেন। যদিও একজিমার মতো চুলকানি রস পড়া এতে থাকে না। আর হ্যাঁ লিভার বা কৃমির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

চিকিৎসা কি? বারবার সাদা দাগ হওয়ার কারণে বাবা মার অহেতুক ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত অনুযায়ী এই রোগে চিকিৎসা বা বিশেষ ওষুধও কিছু নেই। বেশ কিছুদিন পর বাচ্চা বড় হলে গালের দাগ আপনা আপনিই মিলিয়ে যায়। তবে যদি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়, আমরা দেখেছি এই দাগ মিলিয়ে যাওয়াটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়। সিপিয়া, মার্কসল ভালো ওষুধ। ক্ষেত্রবিশেষে নেট্রাম গ্রুপের ওষুধ দারুণ কাজ দেয় তবে সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াবেন। নতুবা হিতে বিপরীতে হওয়ার সম্ভাবনা।

Scanned by CamScanner